দৈনিক
ইত্তেফাক

13 JAN 2015
৮ ২

নূতন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়

রবিবার দেশে নূতন ১১টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন হইয়াছে। নূতন প্রতিষ্ঠিত হওয়া ১১টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে ছয়টি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং পাঁচটি সেনাবাহিনীর অধীনে। অন্যদিকে ছয়টি বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়েরও অনুমোদন দিতেছে সরকার। ইহার ফলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইল ২৯টিতে এবং সেনা সদরের অধীনে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা দাঁড়াইল ৬টিতে। ইহা ছাড়া দেশে আরো ৬৩টি বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় রহিয়াছে। এইদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি আরও দুইটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে। পর্যায়ক্রমে সাতটি বিভাগীয় শহরেই চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে।

চিকিৎসা শিক্ষা সম্প্রসারণের এই উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদ পাইবার যোগ্য। বিশেষত বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল একটি দেশ এবং এইখানে জনসংখ্যার বিপরীতে চিকিৎসকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছাইলেও মানসম্মত চিকিৎসার অভাব রহিয়াছে। চিকিৎসা শিক্ষা সম্প্রসারিত হইলে কেবল ডাক্তারের সংখ্যাই বাড়িবে না, নূতন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিবে নূতন নূতন হাসপাতাল এবং সেই সুবাদে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছাইবার সুযোগ তৈরি হইবে। চিকিৎসাসেবার অনন্য কিছু ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। নূতন নূতন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি লইয়া আরম্ভ হইতেছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত অর্থে মান কি রক্ষা হইবে? সেই চিন্তা নীতি-নির্ধারকদেরও রহিয়াছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নূতন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলি উদ্বোধনকালে বলিয়াছেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করিব, এই মেডিক্যাল কলেজগুলির মান যেন ঠিক থাকে। রোগী মারা ডাক্তার যেন না হয়, এইদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিক্ষায় মান অর্জিত হইতে পারে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও ধারাবাহিক পরিচর্যার মধ্য দিয়া। এমনিতে বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষার একটি সুনাম রহিয়াছে। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি হইতে অনেক বিদেশি শিক্ষার্থী বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসে। শিক্ষার মানের পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষার খরচ অপেক্ষাকৃত কম হইবার কারণে বিদেশিরা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়ন করিতে আসে। কিন্তু ইহাও তো ঠিক, নূতন নূতন এতগুলি চিকিৎসা বিদ্যালয়ে পাঠদানের মতো দক্ষ শিক্ষকের সত্যিকারের অভাব রহিয়াছে। আবার যাহারাও বা রহিয়াছেন, সেইসব দক্ষ শিক্ষকের বেশিরভাগই রাজধানীমুখী। যথাযথ শিক্ষার অভাবে চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিদ্যায় স্বল্পশিক্ষা অথবা মানহীন শিক্ষার ফল হইতে পারে মারাত্মক, যাহা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যেই ধরা পড়িয়াছে। ফলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য ইহা সত্যিকারের একটি চ্যালেঞ্জ যে কীভাবে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলির মান রক্ষিত হইবে। অন্যদিকে বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলির মানও আরেক দুশ্চিন্তার বিষয়। অল্প কয়েকটি বাদে বেশিরভাগ বেসরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের মান নিয়া প্রশ্ন রহিয়াছে। তাহারা মানোন্নয়নের পরিবর্তে ব্যবসায়িক দিকটিকে বড় করিয়া দেখে বলিয়া, এইসকল মহাবিদ্যালয় হইতে পাস করিবেন যে চিকিৎসকবৃন্দ তাহারা সমাজের কতটুকু কাজে লাগিবে তাহাও এক ভাবনার বিষয়। তাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সার্বিকভাবে চিকিৎসাশিক্ষার মান রক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়া কাজ করিতে হইবে। প্রয়োজনে ঢাকার বা অন্যান্য পুরানা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের বিখ্যাত শিক্ষক-চিকিৎসককে কিছুকালের জন্য নূতন মহাবিদ্যালয়গুলিতে প্রেরণ করা যাইতে পারে। এইক্ষেত্রে তাহাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এইভাবে উন্নত জ্ঞানের সম্প্রসারণ হইতে পারে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত।